উন্নয়ন, উদ্ভাবন
ও
ডিজিটালাইজেশন
(২০০৯-২০২৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
www.mor.gov.bd

সূচিপত্র

ভূমিকা	০৯
এক নজরে উন্নয়ন কার্যক্রম (২০০৯-২০২৩)	১১
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	১২
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	২৯
উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন	৬২
ডিজিটাল কার্যক্রম	৬২

ভূমিকা

ট্রেন একটি পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ, আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী গণ পরিবহন। শিশু, নারী, বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী ও অসুস্থদের দূরবর্তী স্থানে যাতায়াতসহ যাত্রী ও মালামাল পরিবহনে বিশ্বব্যাপী ট্রেনের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বল্প খরচে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে রেলওয়ের কোন বিকল্প নেই। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ, উৎপাদনে ব্যবহৃত উপকরণ স্বল্পসময়ে বিভিন্ন স্থানে পৌছানো, দেশব্যাপী দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা ইত্যাদিতে বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ে দেশের বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাসসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় রিলিফ, খাদ্য ও বস্ত্র পরিবহন করে জরুরী অবস্থা মোকাবেলায় উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে থাকে। ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, ঘন কুয়াশাসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূর্যোগও রেল চলাচলে কখনো বিঘ্ন ঘটাতে পারে না। দেশে গণ পরিবহনের মধ্যে 'রেল' সরকারের সর্ববৃহৎ রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাত। শিল্পায়ন, নগরায়ন, বেকার জনগোষ্ঠীর কর্ম-সংস্থান, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে।

১৮৬২ সালের ১৫ নভেম্বর দর্শনা-জগতি রুটে ৫৩.১১ কি:মি: ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণের মাধ্যমে এদেশে রেলওয়ের যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৮৭১ সালের ০১ জানুয়ারি রেলপথটি জগতি থেকে গোয়ালন্দ পর্যন্ত সম্প্রসারণের মাধ্যমে কলকাতার সংগে যোগাযোগ স্থাপিত হয় যা পরিবহন সেক্টরে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিশেষত যুদ্ধের শেষদিকে অধিকাংশ রেলসেতু ধ্বংস হওয়ায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে হার্ডিঞ্জ ব্রীজসহ অন্যান্য সেতু দ্রুত মেরামত করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা স্বল্পতম সময়ে চালু করতে সক্ষম হন এবং রেলের উন্নয়নে বেশ কিছু প্রকল্প গ্রহণ করেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মাধ্যমে রেলওয়ের উন্নয়ন মুখ-থুবড়ে পরে। বিএনপি-জামায়াত সরকার রাষ্ট্রীয় ব্যয় সংকোচনের নামে ১৩টি রেলওয়ে সেকশন বন্ধ করে দেয়। রেলওয়েতে জনশক্তির অভাব থাকা সত্ত্বেও গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের আওতায় অসংখ্য দক্ষ কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়। ফলে রেলওয়ে একটি ভঙ্গুর যাত্রীসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর বঙ্গবন্ধু তনয়া জননন্দিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদিচ্ছা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দেশি-বিদেশি সহায়তায় রেলপথ উন্নয়নে যুগান্তরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর নির্দেশনায় জরাজীর্ণ ট্র্যাক পুনর্বাসন, বন্ধ করে দেয়া রেল লাইন পুনঃচালুকরণ, নতুন রেল লাইন ও সেতু নির্মাণ, নতুন ইঞ্জিন ও কোচ সংগ্রহ, সিগন্যালিং পদ্ধতি আধুনিকায়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৫) পরিবহন ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ রেলওয়েকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েকে আধুনিক ও যুগোপযোগী যোগাযোগ মাধ্যমে হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার ২০১১ সালের ৪ ডিসেম্বর পৃথক একটি মন্ত্রণালয় হিসেবে রেলপথ মন্ত্রণালয় গঠন করে। নবগঠিত রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ রেলওয়ে যাত্রীসেবা ও পণ্য পরিবহন নিশ্চিতকরণসহ নানবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মন্ত্রণালয় মূলত বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং রেল পরিবহন ও নিরাপত্তা বিষয়ক নীতি নির্ধারণ ও কৌশল প্রণয়ন, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়া আন্তর্জাতিক রেল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা, তদসংক্রান্ত চুক্তি সম্পাদন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করে থাকে। ট্রান্স এশিয়ান রেল-রুট, সার্ক রুট, বিমসটেক রুটসহ ট্রানজিট রুটসমূহের সাথে সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বেশ কিছু কর্মসূচি চলমান রয়েছে এবং সম্প্রসারণের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে ৩০ বছর মেয়াদী (২০১৬-২০৪৫) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত মহাপরিকল্পনা অনুসারে ৫,৫৩,৬৬২.০০ (পাঁচ লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার ছয়শত বাষট্টি) কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প ০৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রুট ৩০৯৩.৩৮ কিলোমিটার (ট্র্যাক ৪৩২৪.৭৫ কিলোমিটার)। অদ্যাবধি রেল নেটওয়ার্ক দেশের ৪৪ টি জেলাকে সংযুক্ত করেছে যা দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। রেলওয়ের উন্নয়নে চলমান প্রকল্পসমূহের আওতায় নতুন রেলপথ নির্মাণ, বিদ্যমান রেলপথ সংস্কার, কমিউটার ট্রেন, লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, নতুন নতুন ট্রেন চালু করা, পার্টস ও মেশিনারি সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের জন্য নির্ধারিত ৪টি গোলের আওতায় ৮টি টার্গেট বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম রেল পরিবহন সেবার মানোন্নয়ন, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও সাশ্রয়ী যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে রেলওয়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এক নজরে উন্নয়ন কার্যক্রম (২০০৯-২০২৩)

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত মোট ৯৩টি নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং মোট ৮৯টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও পরিচালন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে মোট ৮৭৩.১৯ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণ, ৩৪০.১৭ কি.মি.মিটার গেজ রেললাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১৩৯১.৩২ কি.মি. বিদ্যমান রেল লাইন পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ১০৩৭টি নতুন রেলসেতু নির্মাণ, ৭৯৪টি বিদ্যমান রেলসেতু পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ১৪৬টি নতুন স্টেশন বিল্ডিং নির্মাণ, ২৩৭টি বিদ্যমান স্টেশন বিল্ডিং পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ, ১০৯টি নতুন লোকোমোটিভ সংগ্রহ (৫০টি এমজি ও ৫৯ টি বিজি), ৬৫৮টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ (৩৫৮টি এমজি ও ৩০০টি বিজি), ৫৩০টি যাত্রীবাহী কোচ পুনর্বাসন, ৫১৬টি মালবাহী ওয়াগন ও৩০টি ব্রেক ভ্যানসংগ্রহ, ২৭৭টি মালবাহী ওয়াগন পুনর্বাসন, ১৩৪টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন, ৯টি সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসন, ১৪৩টি নতুন ট্রেন চালুসহ ৪৪টি ট্রেনের বিদ্যমান সার্ভিস/রুট বর্ধিতকরণ, ৬টি রিলিফ ক্রেন সংগ্রহ, ২টি ট্রেন ওয়াশিং প্ল্যান্ট সংগ্রহ, বঙ্গবন্ধু সেতুর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ২টি লোড মনিটরিং ডিভাইস সংগ্রহ, ১টি ডুয়েলগেজ হুইল লেদ মেশিন স্থাপন, ১ সেট লোকোমোটিভ সিমুলেটর সংগ্রহ, ৪টি নতুন রেলওয়ে সেকশন নির্মাণ পাবনা-ঢালারচর (৭৮.৮০ কি.মি.) এবং কাশিয়ানি-গোবরা (৪৩.৬৮২ কি.মি.) নতুন রুট চালুকরণ; কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া (৭৫.৫০ কি.মি.), পাঁচুরিয়া-ফরিদপুর (২৫ কি.মি.) এবং চিলাহাটি-চিলাহাটি বর্ডার (বাংলাদেশ অংশ-৭ কি.মি.) এবং ৪টি বন্ধ রেলওয়ে সেকশন (কালুখালী হতে ভাটিয়াপাড়া ৭৫.৫০ কি.মি., পাঁচুরিয়া হতে ফরিদপুর ২৫ কি.মি., বিরল হতে রাধিকাপুর ৮.৫০ কি.মি. এবং চিলাহাটি হতে চিলাহাটি বর্ডার বাংলাদেশ অংশ ৭ কি.মি.) পুনরায় চালু করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান ৩২০৫ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ট্রেন পরিচালনাসহ নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হচ্ছে। BTRC কর্তৃক প্রদত্ত NTTN লাইসেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে রেলওয়ের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে এবং কপার ক্যাবলের পরিবর্তে অপটিক্যাল ফাইবার টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বিদ্যমান টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের আধুনিকায়ন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া অনলাইন টিকেটিং, ট্রেন ট্র্যাকিং এন্ড মনিটরিং সিস্টেম (TTMS), টিকেট ক্রয় সহজীকরণসহ যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে "রেলসেবা" মোবাইল অ্যাপ, যাত্রীদের তথ্য প্রদানের জন্য কল সেন্টার (১৩১), মুজিববর্ষ উপলক্ষে ৬০টি স্টেশনের মায়েদের জন্য স্টেশনে ব্রেস্ট ফিডিং কর্ণার, মহিলাদের জন্য স্টেশনে পৃথক বিশ্রামগার ও ট্রেনে কোচ/আসন সংরক্ষণসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনকাল নিয়ে প্রথম "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর" স্থাপন ইত্যাদি নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর ফলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়নসহ নিম্নবর্ণিত ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে:

- নতুন কোচ, লোকোমোটিভ, ওয়াগনসংগ্রহ/পুনর্বাসন এবং রেললাইন/ষ্টেশন স্থাপন/পুনর্বাসনের ফলে নতুন ট্রেন চালুসহ বিদ্যমান সার্ভিস/রুট বর্ধিতকরণের মাধ্যমে আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী রেলসেবা প্রদান;
- নারীদের জন্য নিরাপদ ও আরামদায়ক রেলসেবা নিশ্চিতকরণ;
- বিদ্যমান সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসনের মাধ্যমে নিরাপদ ট্রেন পরিচালনাসহ নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ;
- ঘরে বসেই কাঙ্খিত গন্তব্যের জন্য টিকিট ক্রয়, প্রয়োজনে বাতিল ও অর্থ ফেরৎ নিশ্চিতকরণ;
- দেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে কাঙ্ক্ষিত ট্রেন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে সময়মতো ভ্রমণ নিশ্চিতকরণ;
- BTRC কর্তৃক প্রদত্ত NTTN লাইসেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে রেলওয়ের বাণিজ্যিক কার্যক্রম সম্প্রসারণ;
- বিদ্যমান কোচ পুনর্বাসনের মাধ্যমে সরকারি অর্থের সাশ্রয়;
- যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি;
- নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাস; ও
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জীবনকাল নিয়ে প্রথম "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর" স্থাপনের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের জনগণকে বঙ্গবন্ধুর জীবনাদর্শ এবং সংগ্রাম সম্পর্কে অবহিতকরণ ইত্যাদি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি

দেশের বিভিন্ন স্থান সফরকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রেলওয়ে সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মোট প্রতিশ্রুতি ২৬টি
- প্রতিশ্রুতি সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত** ১৪টি
- প্রতিশ্রুতি আংশিক বাস্তবায়িত* ১০টি
- প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত ০২টি

সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতিসমূহ (ক্রমিক ১ হতে ১৪)

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
০১	"ঢাকাগামী ট্রেনের সঙ্গে কুড়িগ্রামের ট্রেন যোগাযোগ স্থাপন করাসহ আধুনিক রেল স্টেশন নির্মাণ।" তারিখঃ ১৫.১০.২০১৫ স্থানঃ কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে আয়োজিত জনসভায়।	১৬ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে "কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস" ট্রেন চালু করা হয়েছে।	কুড়িগ্রাম জেলার সাথে রেল সংযোগ চালুকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস ট্রেন শুভ উদ্বোধন।

০২	"বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব হতে ঢাকা পর্যন্ত কমিউটার রেল সার্ভিস চালুকরণ।" তারিখঃ ৩০.০৬.২০১২ স্থানঃ ভূঞাপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠিত পথসভা।	ঢাকা-টাঙ্গাইল রুটে ০৮ নভেম্বর ২০১৮ হতে "টাঙ্গাইল কমিউটার" ট্রেন চালু করা হয়েছে।	বঙ্গবন্ধু সেতু পূর্ব হতে ঢাকা পর্যন্ত কমিউটার রেল সার্ভিস চালুকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার লোকজনের রেল ভ্রমণ সহজ ও সাশ্রয়ী হয়েছে।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
০৩	"লালমনিরহাট-বুড়িমারী রেললাইন সংস্কারকরণ।" তারিখঃ ১৯.১০.২০১১ স্থানঃ লালমনিরহাট জেলা সফরকালে।	২০.০৮.২০০৭ হতে ১৫.০৭.২০১০ মেয়াদে ১৭৩.১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ "রেলওয়ের লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসন (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পলের মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়িত হয়েছে।	লালমনিরহাট-বুড়িমারী সেকশনের পুনর্বাসনের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে।
০৪	"সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা।" তারিখঃ ১২.১০.২০১১ স্থানঃ নীলফামারী জেলা সফরকালে।	• সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ আধুনিকীকরণ প্রকল্পটি ০১.০৩.২০০৯ হতে ৩১.১২.২০১৫ মেয়াদে সম্পন্ন হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় বৃটিশ-ভারতীয় আমলে নির্মিত উক্ত ওয়ার্কসপের ভবনসমূহের ব্যাপক সংস্কার এবং রেলওয়ে ট্র্যাকসমূহ পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৩ আইটেম ইলেকট্রিক্যাল প্যান্টস, মেশিনারি ও ইক্যুইপমেন্টস এবং ৪২ আইটেম মেকানিক্যাল প্যান্টস ও মেশিনারি সংগ্রহ এবং কমিশনিং করা হয়েছে।	সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানা সংস্কার ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে কারখানার সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যাত্রীবাহী কোচ ও পণ্যবাহী ওয়াগন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
০৫	"নীলসাগর ট্রেনসহ অন্যান্য আন্তঃনগর ট্রেন চিলাহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারণ।" তারিখঃ ১২.১০.২০১১ স্থানঃ নীলফামারী সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভা।	২৮ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে "নীলসাগর এক্সপ্রেস" ট্রেনের রুট চিলাহাটি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এছাড়া "রূপসা এক্সপ্রেস" (ঢাকা-সৈয়দপুর) এবং "বরেন্দ্র এক্সপ্রেস" (রাজশাহী-চিলাহাটি) ট্রেনের রুট চিলাহাটি পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। তাছাড়া ২৭ এপ্রিল ২০২২ তারিখ হতে ঢাকা-চিলাহাটি-ঢাকা রুটে "চিলাহাটি এক্সপ্রেস" ট্রেনটি চলাচল করছে।	নীলসাগর ট্রেনসহ অন্যান্য আন্তঃনগর ট্রেন চিলাহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে।

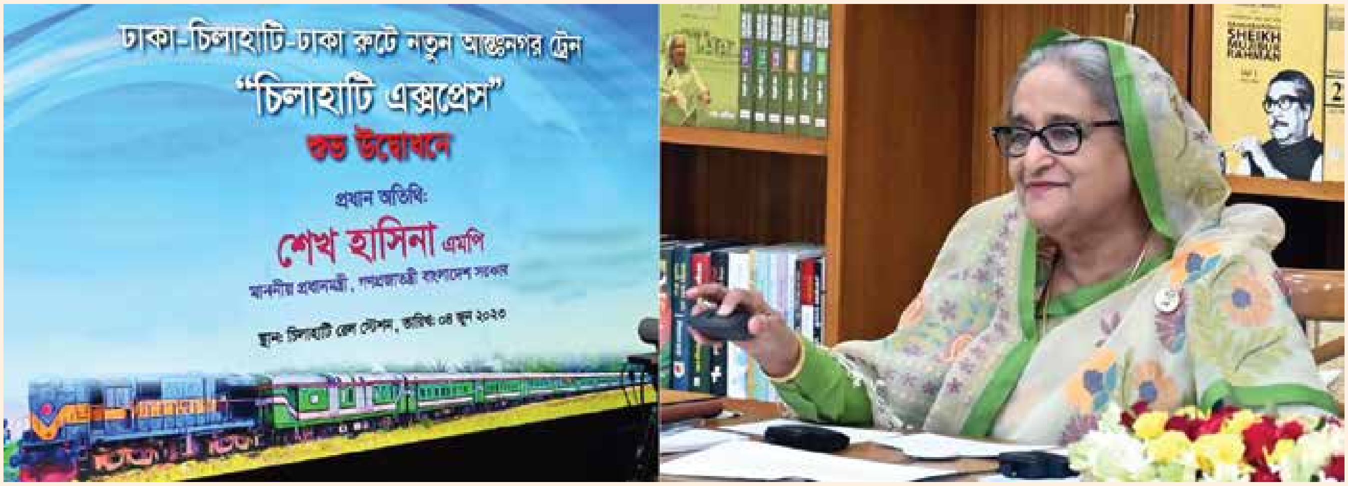

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে নীলফামারীর চিলাহাটি রেলওয়ে স্টেশনে আয়োজিত ঢাকা-চিলাহাটি-ঢাকা রুটে আন্তঃনগর ট্রেন 'চিলাহাটি এক্সপ্রেস' উদ্বোধন করেন (রবিবার, ৪ জুন ২০২৩)।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
০৬	“রাজশাহী-ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা।” তারিখঃ ২৩.০৪.২০১১ স্থানঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে।	১৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে “বনলতা এক্সপ্রেস” (রাজশাহী-ঢাকা-রাজশাহী) ট্রেন চালু করা হয়েছে।	রাজশাহী-ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে “বনলতা এক্সপ্রেস” ট্রেন শুভ উদ্বোধন।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
০৭	"সিরাজগঞ্জ শহরের রায়পুর পর্যন্ত আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণ।" তারিখঃ ০৯.০৪.২০১১ স্থানঃ সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে।	২৭ জুন ২০১৩ তারিখে "সিরাজগঞ্জ এক্সপ্রেস" ট্রেন চালু করা হয়েছে।	সিরাজগঞ্জ শহরের রায়পুর পর্যন্ত আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ সহজ ও সাশ্রয়ী রেল সেবা গ্রহণ করতে পারছেন।
০৮	"খুলনা রেলওয়ে স্টেশন আধুনিকায়ন করা।" তারিখঃ ০৫.০৩.২০১১ স্থানঃ খুলনা জেলা সফরকালে।	২৮.১১.২০০৭ হতে ৩১.১২.২০১৮ মেয়াদে ৮৫.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে "খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধাদির উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।	খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং নিরাপদ যাত্রীসেবা প্রদান সম্ভব হয়েছে।

আধুনিকায়নকৃত খুলনা রেলওয়ে স্টেশন

০৯	"যশোর সদর উপজেলার চুড়ামনকাঠি মুন্সি মেহেরুল্লাহ নগর রেলস্টেশন পুনরায় চালুকরণ। তারিখঃ ২৭.১২.২০১০ স্থানঃ যশোর জেলা সফরকালে।	ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।	স্টেশন সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং স্থানীয় লোকজন সাশ্রয়ী মূল্যে যাতায়াত করতে সক্ষম হচ্ছেন।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
১০	"মোহনগঞ্জ-ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণ ।" তারিখঃ ১৬.০২.২০১০ নেত্রকোনা জেলা সফরকালে ।	০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে "মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস" (ঢাকা-মোহনগঞ্জ-ঢাকা) ট্রেন চালু করা হয়েছে ।	মোহনগঞ্জ-ঢাকা আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে এবং রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে ।
১১	"ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউটার রেল সার্ভিস এবং এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে চালু করা হবে ।" তারিখঃ ০৪.০২.২০১০ স্থানঃ নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে ১২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র শুভ উদ্বোধনকালে ।	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ রুটে ৬ জোড়া কমিউটার ট্রেন চালু আছে ।	• ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিউটার রেল সার্ভিস চালুকরণের ফলে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে যাত্রী সেবা বৃদ্ধি পেয়েছে । • সড়ক পথের উপর চাপ হ্রাস পেয়েছে ।
১২	"কুড়িগ্রামের বিদ্যমান রেল সংযোগকে আরো উন্নত করা হবে ।" তারিখঃ ০৭.০৯.২০১৬ স্থানঃ কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী উপজেলায় থানাহাট এ.ইউ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যে 'খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির শুভ উদ্বোধনকালে ।	ইতোমধ্যে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে । গত ১৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ঢাকা-কুড়িগ্রাম-ঢাকা রুটে "কুড়িগ্রাম এক্সপ্রেস" ট্রেন চালু করা হয়েছে ।	কুড়িগ্রামের বিদ্যমান রেল সংযোগকে উন্নত করার ফলে রাজধানী ঢাকার সাথে কুড়িগ্রাম জেলার রেল যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে ।
১৩	"ঠাকুরগাঁও থেকে আন্ত:নগর ট্রেন চালুকরণ ।" তারিখঃ ২৯.০৩.২০১৯ স্থানঃ ঠাকুরগাঁও জেলা সফরকালে ।	২৭ আগস্ট ২০১৩ তারিখে "ঠাকুরগাঁও কমিউটার" (পার্বতীপুর-ঠাকুরগাঁও-পার্বতীপুর) ট্রেন চালু করা হয়েছে ।	ঠাকুরগাঁও থেকে আন্ত:নগর ট্রেন চালুকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ কম খরচে যাতায়াত এবং পণ্য পরিবহন করতে পারছেন ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২৫ মে ২০১৯ তারিখে পঞ্চগড় এক্সপ্রেস ট্রেন শুভ উদ্বোধন।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
১৪	“ঢাকা-রংপুর আন্ত:নগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণ” তারিখঃ ০৮.০১.২০১১ স্থানঃ রংপুর জেলা সফরকালে	২১ আগস্ট ২০১১ তারিখে “রংপুর এক্সপ্রেস” ট্রেন চালু করা হয়েছে।	ঢাকা-রংপুর আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালুকরণের ফলে ঢাকা-রংপুর সেকশনে যাত্রীসেবা এবং পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা সন্তোষজনক হয়েছে।

আংশিক বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতিসমূহ (ক্রমিক ১৫ হতে ২৫)

১৫	“বঙ্গবন্ধু সেতু হতে বগুড়া হয়ে রংপুর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ করা হবে।” তারিখঃ ১২.১১.২০১৫ স্থানঃ বগুড়ার আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভা।	বর্তমানে বগুড়া-রংপুর সেকশনে মিটারগেজ রেললাইন আছে। বঙ্গবন্ধু সেতু হতে বগুড়া পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের জন্য ০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৪ মেয়াদে “বগুড়া হতে সিরাজগঞ্জ জেলার শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৭৪ কি.মি. ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ করা হবে।	• রেল যোগাযোগের দূরত্ব ও সময় দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। • যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
১৬	"চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হতে সোনা মসজিদ স্থলবন্দর পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ।" তারিখঃ ১৬.০৫.২০১৫ স্থানঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সফরকালে।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে সোনা মসজিদ স্থলবন্দর পর্যন্ত প্রায় ৪৫ কি.মি. রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য গৃহীত "পশ্চিমাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন'২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশার আলোকে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।	• ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। • যাত্রী সেবা ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে।
১৭	"ঢাকা-লালমনিরহাট ইন্টারসিটি ট্রেন বুড়িমারী পর্যন্ত সম্প্রসারণ এবং সংখ্যা বৃদ্ধি করা।" তারিখঃ ১৯.১০.২০১১ স্থানঃ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভা।	• সান্তাহার-লালমনিরহাট-বুড়িমারী স্টেশনে আন্তঃনগর "করতোয়া এক্সপ্রেস" চলাচল করছে। এছাড়া বুড়িমারী ও লালমনিরহাটের মধ্যে ০৬টি কমিউটার/লোকাল ট্রেন চলাচল করছে। ফলে বুড়িমারী হতে যাত্রীগণের পক্ষে ঢাকাগামী আন্তঃনগর "লালমনি এক্সপ্রেস" ট্রেনের সাথে সংযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। • লালমনিরহাট-ঢাকা-লালমনিরহাট রুটে আন্তঃনগর "লালমনি এক্সপ্রেস" ট্রেনটি একটিমাত্র রেক দ্বারা আসা-যাওয়ার উভয় পথে ২০ ঘন্টা ৩৫ মিনিট রানিং টাইমে ১৭টি স্টেশনে বিরতিসহ চলাচল করছে। সেটি বুড়িমারী পর্যন্ত বর্ধিত করা হলে সিডিউল ঠিক রাখা যাবে না। • বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কোচ ও লোকোমোটিভের সংকট থাকায় ঢাকা-লালমনিরহাট-ঢাকার মধ্যে যাত্রীবাহী ট্রেন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হচ্ছে না। • অদূর ভবিষ্যতে নতুন কোচ ও লোকোমোটিভ প্রাপ্তির পর রেকের সংখ্যা বৃদ্ধি পূর্বক ট্রেনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।	• কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে। • স্থানীয় জনগণ কম খরচে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন করতে পারবে।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
১৮	"মংলা বন্দর সংযুক্ত রেখে বঙ্গবন্ধু সেতু হয়ে ঢাকা-সাতক্ষীরা রেল যোগাযোগ স্থাপন।" তারিখঃ ০৫.০৩.২০১১ স্থানঃ খুলনা জেলা সফরকালে।	প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে: (ক) নাভারণ হতে সাতক্ষীরা (৪০ কি:মি:) এবং সাতক্ষীরা হতে মুন্সিগঞ্জ (৪৪ কি:মি:) পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি যথাক্রমে ১৬.০২.২০১৬ ও ২৫.০২.২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে ERD কর্তৃক অনুসন্ধান চলমান। (খ) খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কিমি ব্রডগেজ রেললাইন ও রূপসা ব্রিজ নির্মাণের জন্য ভারতীয় LOC এর অর্থায়নে ৩১.১২.২০১০ হতে ৩১.১০.২০২৪ মেয়াদে "খুলনা হতে মংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৭.১০%।	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে দেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দরের সাথে সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে। • প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বাগেরহাট জেলায় রেলসংযোগ স্থাপিত হবে। • পণ্য চলাচল সহজ ও সাশ্রয়ী হবে। • যাত্রীসেবা বৃদ্ধি পাবে।

খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেলপথ এবং রূপসা ব্রিজ।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
১৯	“ঢাকা-বাগেরহাট-মংলা রেলওয়ে সার্ভিস চালুকরণ।” তারিখঃ ০৫.০৩.২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে।	ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে বাগেরহাট-মংলা পর্যন্ত রেল সার্ভিস চালু করার জন্য নিম্নবর্ণিত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে: ক) চীন সরকারের অর্থায়নে G to G ভিত্তিতে ০১.০৭.২০১৬ হতে ৩০.০৬.২০২৪ মেয়াদে ঢাকা-যশোর পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮০%। (খ) খুলনা হতে মোংলা বন্দর পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কি.মি. ব্রডগেজ রেললাইন ও রূপসা ব্রিজ নির্মাণের জন্য ভারতীয় LOC এর অর্থায়নে ৩১.১২.২০১০ হতে ৩১.১০.২০২৪ মেয়াদে “খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” প্রকল্পটির কাজ চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৭.১০%।	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে দেশের অন্যতম সমুদ্র বন্দরের সাথে সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে। • দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রেল যোগাযোগে দূরত্ব ও সময় দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। • প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, নড়াইল ও বাগেরহাট জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের অধীন নির্মিত আড়িয়াল খাঁ সেতু।

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের অধীন মাওয়া প্রান্তে রেলসংযোগ।

গত ০৪ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে পদ্মা সেতু অতিক্রম করে ভাঙ্গা-মাওয়া সেকশনে ট্রেনের পরীক্ষামূলক চলাচলের শুভ উদ্বোধন।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
২০	"চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার হয়ে মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ।" তারিখঃ ০৮.০৯.২০১০ স্থানঃ চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে: (ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের ফতেয়াবাদ-নাজিরহাট এবং ষোলশহর-দোহাজারী সেকশন পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। (খ) ০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ মেয়াদে "দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় "দোহাজারী হতে রামু" হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কি.মি. রেললাইন নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৬%।	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে আন্ত:দেশিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। • পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রীসেবার পরিসর বৃদ্ধি পাবে। • বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার জেলার সাথে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপিত হবে।

কক্সবাজার-দোহাজারী রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন কক্সবাজার আইকনিক স্টেশন বিল্ডিং।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
২১	"ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন।" তারিখঃ ০৮.০৯.২০১০ স্থানঃ চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে।	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ (ক) "লাকসাম এবং চিনকি আস্তানার মধ্যে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে লাকসাম চিনকি আস্তানা সেকশনে ডাবল লাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। (খ) "সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরব বাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে টঙ্গী-ভৈরব বাজার সেকশনে ডাবল রেললাইন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। (গ) "বাংলাদেশ রেলওয়ের রেলওয়ে এপ্রোচসহ ২য় ভৈরব এবং ২য় তিতাস সেতু নির্মাণ" প্রকল্পের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।	• কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের ফলে পুনর্বাসনকৃত সেকশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। • ঢাকা-চট্টগ্রাম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। • ডাবল রেললাইন নির্মাণের ফলে সংশ্লিষ্ট সেকশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। • চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে রাজশাহী-ঢাকার নিবিড় রেল যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে। ফলে কম খরচে পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
		(ঘ) চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ইয়ার্ড রি-মডেলিং এর কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। (ঙ) ০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০২৭ মেয়াদ সম্বলিত "ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ" প্রকল্পের কাজ চলছে। (চ) ADB এবং EIB এর অর্থায়নে ০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০২৪ মেয়াদ সম্বলিত "আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্পের আওতায় ৭২ কি.মি. ট্র্যাক নির্মাণের কাজ চলমান। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৪%। উল্লেখ্য, আখাউড়া- লাকসাম সেকশনে ডাবল লাইন ডুয়েলগেজ (মেইনলাইন) এর কাজ সম্পন হওয়ায় গত ২০.০৭.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডাবল লাইনে ট্রেন পরিচালনা শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২৫.০৬.২০১৬ তারিখে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে বিরতীহীন "সোনার বাংলা" ট্রেন শুভ উদ্বোধন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে সিগন্যালিংসহ টঙ্গী-ভৈরববাজার পর্যন্ত ডাবল লাইন নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন।

০৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যৌথভাবে ভৈরব ও তিতাস প্রান্তে মৈত্রী ও বন্ধন এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ উদ্বোধন।

বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের অধীন রেল সংযোগ কার্যক্রম।

গত ০৯.০২.২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েল গেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডাবল লাইনে ট্রেন চলাচল উদ্বোধন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে আখাউড়া-লাকসাম সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন উদ্বোধন।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
২২	"কালুরঘাটে নতুন কর্ণফুলী রেল-কাম-সড়ক সেতু নির্মাণ।" তারিখঃ ০৮.০৯.২০১০ স্থানঃ চট্টগ্রাম জেলা সফরকালে।	• ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকারের অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় কর্ণফুলী নদীর উপর কালুরঘাটে দ্বিতীয় রেল-কাম-সড়ক সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হয়েছিল। Feasibility Study Report প্রণয়নপূর্বক ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। • তাছাড়া প্রকল্পের পিডিপিপি ১০.০৬.২০১৪ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। • উল্লেখ্য, প্রকল্পটি অর্থায়নের লক্ষ্যে ইডিসিএফ, দক্ষিণ কোরিয়া, হতে আর্থিক সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেছে।	• বিদ্যমান কালুরঘাট ব্রিজটি ১৯৩০ সালে নির্মিত। কর্ণফুলী নদীর উপর কালুরঘাটে দ্বিতীয় রেল-কাম-সড়ক সেতু নির্মাণ করা হলে বর্তমান ট্রাফিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্রিজটির ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। • প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম জেলার সাথে কক্সবাজারসহ পার্বত্য জেলাসমূহে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
২৩	"মাগুরা জেলায় রেল সংযোগ স্থাপন" । স্থানঃ মাগুরা জেলা সফরকালে ।	মাগুরা জেলায় রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে ০১.০৭.২০১৮ হতে ৩০.০৬.২০২৪ মেয়াদে "মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুরের মধুখালী হতে কামারখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত প্রায় ২৩.৯০ কি.মি. ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৪১.৩৭% ।	• এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মাগুরা জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে । • সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণ কম খরচে রেল ভ্রমণ ও পণ্য পরিবহন করতে সক্ষম হবে ।
২৪	"পণ্য আমদানী-রপ্তানী ও জনপরিবহন সহজতর করার লক্ষ্যে যশোর থেকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেল যোগাযোগ স্থাপন ।" তারিখঃ ২৩.০৭.২০১০ স্থানঃ সাতক্ষীরা জেলা সফরকালে ।	• যশোর থেকে নাভারণ পর্যন্ত রেল লাইন চালু আছে। নাভারণ থেকে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে জিওবি অর্থায়নে "নাভারণ হতে সাতক্ষীরা হয়ে মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণের সমীক্ষা" প্রকল্পটি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে । • তাছাড়া নাভারণ হতে সাতক্ষীরা (৪০ কি.মি.) এবং সাতক্ষীরা হতে মুন্সিগঞ্জ (৪৪ কি.মি.) পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে পিডিপিপি যথাক্রমে ১৬.০২.২০১৬ ও ২৫.০২.২০১৬ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে ERD কর্তৃক অনুসন্ধান চলমান ।	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে । • রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে । • সাতক্ষীরা জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে । • সাতক্ষীরা হতে চিংড়ি, আমসহ অন্যান্য পণ্য কম খরচে পরিবহন করা সম্ভব হবে ।

প্রাথমিক উদ্যোগে গৃহীত কার্যক্রমসমূহ (ক্রমিক ২৫-২৬)

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব (কর্মসংস্থান, উপকারের ধরণ, উপকারভোগী ইত্যাদি)
২৫	"উত্তরা ইপিজেডে রেলওয়ে লাইন সংযোগ প্রদান।" তারিখঃ ১২.১০.২০১১ নীলফামারী জেলা সফরকালে।	• উত্তরা ইপিজেডে রেলওয়ে সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে "উত্তরা ইপিজেড এর সঙ্গে রেল সংযোগ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৬.০৬.২০১১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। অপ্রতুল এমটিবিএফ বরাদ্দ বিবেচনায় প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ যৌক্তিক হবে না বলে পরিকল্পনা কমিশন হতে জানানো হয়। • পরবর্তীতে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং অবকাঠামোসহ খয়রাতনগর স্টেশনকে 'বি' ক্লাশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে যাচাই-বাছাই ও খসড়া নকশা প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং উত্তরা ইপিজেড কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। • কমিটির প্রতিবেদনমতে প্রণীত প্রকল্পের ডিপিপি ২৫ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে হওয়ায় গত ০৯.০৩.২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাক যাচাই সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান।	• প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে। • রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে। • ইপিজেড এলাকায় ক্ষুদ্র, মাঝারী ও ভারী শিল্প বিকাশের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পাবে। • বর্ণিত এলাকায় শিল্পায়নের প্রসার হলে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস পাবে।
২৬	"চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর রেল যোগাযোগ স্থাপন করা।" তারিখঃ ১৭.০৪.২০১১ স্থানঃ মেহেরপুর জেলা সফরকালে।	• প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর রেল যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের "দর্শনা হতে ডামুরহুদা এবং মুজিবনগর হয়ে মেহেরপুর পর্যন্ত নতুন ব্রডগেজ রেল লাইন নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ ডিজাইন" প্রকল্পটি জুন, ২০২২ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের বিপরীতে নিয়োগকৃত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Final Feasibility study report, Draft Detail Design report দাখিল করা হয়েছে। • Final Design, Cost Estimate ও ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান।	• মেহেরপুর জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে। • রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে। • রেল সংযোগ স্থাপনের ফলে অনুমোদিত জনবল নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৩ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেন যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মোট নির্দেশনা — ৩১টি
- নির্দেশনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত** — ১১টি
- নির্দেশনা আংশিক বাস্তবায়িত* — ১৮টি
- নির্দেশনা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান — ০২টি

ক্রমিক নং- ১ থেকে ১১ পর্যন্ত বর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়িত হয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০১	পদ্মা সেতুর উভয় পার্শ্বে রেল সংযোগ স্থাপনের জন্য অনতিবিলম্বে ডিপিপি তৈরী করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এ প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• পদ্মা সেতুর উভয় পার্শ্বে রেল সংযোগ স্থাপনের জন্য ১ম সংশোধিত ডিপিপি ২২.০৫.২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। • ২৭.০৪.২০১৮ তারিখে প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্ত ঋণচুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রকল্পটি ০১-০৭-২০১৫ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ পর্যন্ত মেয়াদে চলমান।	• ঢাকার সাথে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহের রেল যোগাযোগ উন্নত হবে। • নড়াইল, মাদারীপুর, শরীয়তপুর এবং মুন্সিগঞ্জ জেলা রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুভ উদ্বোধন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০২	ঢাকা-টাঙ্গাইল, ঢাকা-কুমিল্লা, ঢাকা-জয়দেবপুর, ঢাকা-ময়মনসিংহ, ঢাকা-জামালপুর সেকশন সমূহে কমিউটার ট্রেন চালু করতে হবে যাতে এ সকল এলাকার লোকজন প্রত্যেক দিন ঢাকায় এসে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম শেষে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• ঢাকা-টাঙ্গাইল রুটে ০৮ নভেম্বর ২০১৮ হতে “টাঙ্গাইল কমিউটার” • ঢাকা-কুমিল্লা রুটে ২০ আগস্ট ২০১৩ হতে “কুমিল্লা কমিউটার” • ঢাকা-জয়দেবপুর রুটে ১৪ জানুয়ারি ২০১২ হতে “তুরাগ কমিউটার” • মনসিংহ-জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ রুটে ২১ জুলাই ২০১৩ হতে “ময়মনসিংহ কমিউটার” এবং • ঢাকা-জামালপুর-ঢাকা রুটে: ২৬ জানুয়ারি ২০২০ হতে “জামালপুর এক্সপ্রেস” চালু করা হয়েছে ।	• কমিউটার ট্রেন চালুর ফলে বিভিন্ন রুটে যাত্রীগণ ঢাকায় এসে তাদের দৈনন্দিন কার্যক্রম শেষে বাড়ি ফিরে যেতে পারেন । • সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে । • রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পেয়েছে ।
০৩	সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে রিফুয়েলিং এর সুবিধা প্রবর্তন করতে হবে এবং রেলওয়ের মাধ্যমে জেট ফুয়েল সিলেটে পরিবহণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । এক্ষেত্রে প্রয়োজনে রেল ব্রীজ মেরামত/নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• এভিয়েশন ফুয়েল (জেট ফুয়েল) পরিবহনের জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ৮১টি মিটারগেজ ওয়াগন ক্রয় করে । কিন্তু বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-এর জেট ফুয়েল পরিবহনের চাহিদা না থাকায় ৫৪টি ট্যাংক ওয়াগন দ্বারা অন্যান্য জ্বালানী(ডিজেল) পরিবহন করা হচ্ছে । • বিপিসি’র অনুরোধক্রমে অবশিষ্ট ২৭টি ওয়াগন জেট ফুয়েল পরিবহনের জন্য রাখা আছে ।	রেলওয়ের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জ্বালানী পরিবহন করা হচ্ছে ।
০৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় একটি তহবিল গঠন করা যেতে পারে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• বাংলাদেশ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাস্ট চালু আছে । পরবর্তীতে তহবিল বৃদ্ধির লক্ষ্যে কল্যাণ ট্রাস্ট-এর মাসিক চাঁদার হার বৃদ্ধি করা হয়েছে । • এছাড়া, বগুড়া শহরে বাণিজ্যিক স্থাপনা (মার্কেট/দোকান) নির্মাণের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট-এর অনুকূলে রেলওয়ের জমি (১৯৫১৩৭ বর্গফুট) বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ।	বাংলাদেশ রেলওয়ে (কর্মচারী) কল্যাণ ট্রাস্ট-এর আওতায় কর্মচারীদের সন্তানের লেখাপড়া, মৃত কর্মচারীর দাফন/সৎকার, চিকিৎসা, চশমা ব্যয় নির্বাহের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে ।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০৫	ভবিষ্যতে সকল ধরনের রেলওয়ে ট্র্যাক ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	ভবিষ্যতে সকল রেললাইন ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর প্রেক্ষিতে নতুন গৃহীত প্রকল্পসমূহ ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়েতে চলমান প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ: ৫.১ আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর (০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০২৪) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭২ কি.মি. ট্র্যাক নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৪%। ৫.২ দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (০১.০৭.২০১০ থেকে ৩০.০৬.২০২৪) প্রকল্পের আওতায় দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কি.মি. রেললাইন নির্মাণের কাজ মাঠ পর্যায়ে চলমান রয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৬%।	• সকল রেলওয়ে ট্র্যাক ডুয়েলগেজ/ব্রডগেজ স্ট্যান্ডার্ডে নির্মাণ করা হলে যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। • সুপরিসর কোচে রেল ভ্রমণ আরামদায়ক হবে। • রেল দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		৫.৩ বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেলসেতু নির্মাণের লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ (০১-০৭-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০২৫ পর্যন্ত)" প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর গত ২৯.১১.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্থাপন করেন । • ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৫% ।	
		৫.৪ ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় ০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২৪ মেয়াদে বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন" প্রকল্পটির কাজ চলছে । ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৫.৭২% ।	
		৫.৫ জাপান সরকারের Debt Relief Grant Assisstance-Counter Part Fund (DRGA-CF) অর্থায়নে ০১.০৭.২০১৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৬ মেয়াদে "ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ সিংগেল লাইনের সমান্তরালে ১৬.১০ কি.মি. ডুয়েলগেজ নতুন একটি রেললাইন নির্মাণ কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮২.৭০% ।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০৬	রেলওয়ে এ্যাক্ট ও মোবাইল কোর্ট অর্ডিন্যান্স' ২০০৯ পরীক্ষা করে রেলওয়ের ট্রাফিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদানের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের জন্য কয়েক দফায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অনুরোধ করা হলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জানানো হয়েছে যে, বিদ্যমান মোবাইল কোর্ট অর্ডিন্যান্স, ২০০৯ মোতাবেক প্রশাসন ক্যাডার ব্যতিত অন্য কোন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ক্ষমতা প্রদানের কোন সুযোগ নেই। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ১৫-০৪-২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে এ বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ রেলওয়েতে বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা, প্রধান ভূসম্পত্তি কর্মকর্তাগণ এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে ম্যাজেস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে মোবাবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন।	• ট্রাফিক ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল ক্ষমতা প্রদান করা হলে ভূমি উচ্ছেদ, অবৈধ দখল সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ রোধ করা যাবে, যা রেলওয়ের আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০৭	ভবিষ্যতে রেললাইন নির্মাণের জন্য এমনভাবে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে যাতে পরবর্তীতে ডাবল লাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে পুনরায় ভূমি অধিগ্রহণ করার প্রয়োজন না হয়। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	নতুন রেললাইন নির্মাণের ক্ষেত্রে ডিপিপিতে ডাবল লাইন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমির সংস্থান রেখে ভূমি অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন–দোহাজারী হতে কক্সবাজার পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ এবং পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প।	• ডাবল লাইন নির্মাণের সংস্থান রেখে ভূমি অধিগ্রহণ করার ফলে ভবিষ্যতে ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কোনো অতিরিক্ত ব্যয় থাকবে না। • ডাবল লাইন নির্মাণের ফলে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। • ডাবল লাইন নির্মাণে কম সময় লাগবে।
০৮	৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাংলাদেশ রেলওয়ে যেন পিছিয়ে না পড়ে সেজন্য এতে প্রয়োজনীয় প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ২০২০ সালে শেষ হয়। উক্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ে বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চলমান। এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ৭৯৮ কি.মি. নতুন রেললাইন নির্মাণ, ৮৯৭ কি.মি. ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ, ৮৪৬ কি.মি. বিদ্যমান রেললাইন পুনর্বাসন, ৯টি গুরুত্বপূর্ণ রেলসেতু নির্মাণ, লেভেল ক্রসিং গেটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত মানোন্নয়ন, আইসিডি নির্মাণ, ওয়ার্কশপ নির্মাণ, ১৬০টি নতুন লোকোমোটিভ, ১৭০৪টি যাত্রীবাহী কোচ সংগ্রহ, আধুনিক রক্ষণাবেক্ষণ ইক্যুইপমেন্টস সংগ্রহ, ২২২টি স্টেশনের সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন, নতুন আইসিডি নির্মাণসহ রেলওয়ে ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	• রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন হয়েছে। • যাত্রী ও পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পেয়েছে। • নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাস পেয়েছে। • নতুন কোচ, লোকোমোটিভ, ওয়াগন সংগ্রহের ফলে নতুন ট্রেন চালুসহ বিদ্যমান সার্ভিস/রুট বর্ধিতকরণের মাধ্যমে আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী রেলসেবা প্রদান করা হচ্ছে। • বিদ্যমান কোচ পুনর্বাসনের মাধ্যমে সরকারি অর্থের সাশ্রয় হয়েছে। • বিদ্যমান সিগন্যালিং ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং সিগন্যালিং ব্যবস্থার পুনর্বাসনের মাধ্যমে নিরাপদ ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করা হচ্ছে। • দুর্ঘটনা হ্রাস পেয়েছে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০৯	রেলওয়ের উন্নয়নে যথাযথ বাজেট প্রণয়ন করে অর্থমন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অনুরোধ করতে হবে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	প্রতি অর্থ বছর শুরুর পূর্বেই বাংলাদেশ রেলওয়ের পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট প্রণয়ন এবং তদপরবর্তী দু'টি অর্থ বছরের চাহিদার প্রক্ষেপণ প্রস্তুত করে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয় । অর্থ বিভাগ হতে বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে বিবিধ কাজ সম্পাদিত হয় ।	প্রাপ্ত বাজেটের উপর ভিত্তি করে নতুন রেল লাইন নির্মাণ ও লোকোমোটিভ সংগ্রহ করে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্ন করা হয়েছে ।
১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের অব্যাহত উন্নয়নের স্বার্থে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো তৈরী করতে হবে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ৪৭,৬৩৭টি পদ সম্বলিত সংশোধিত জনবল কাঠামোর অনুমোদন প্রদান করেছেন যা গত ১১ নভেম্বর ২০২১ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে পৃষ্ঠাঙ্কন সম্পন্ন হয়েছে । • বর্তমানে অনুমোদিত জনবলের বিভিন্ন পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে ।	• অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে নিয়োগ সম্পন্ন হলে রেলওয়ের বন্ধ হয়ে যাওয়া সেবাসমূহ পুনরায় প্রদান করা সম্ভব হবে । • পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । • দেশব্যাপী নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে ।
১১	বাহাদুরাবাদ ঘাট-বালাশীর মধ্যে মাল্টিপারপাস টানেল নির্মাণ করতে হবে যাতে গাইবান্ধা ও জামালপুরসহ উভয় অঞ্চলের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	২২-১০-২০১৪ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিষয়টি বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে ।	

আংশিক বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ (নির্দেশনা ১২-২৯):

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
১২	দেশের সকল জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে হবে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• বর্তমানে ৪৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আছে । • বাংলাদেশ রেলওয়ের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে নতুন ০৭ (সাত) টি জেলা (কক্সবাজার, নড়াইল, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, মাগুরা ও বাগেরহাট) রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে । • বর্তমানে যে সকল প্রকল্পের সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান আছে সে সকল প্রকল্পের আওতায় রেলপথ নির্মিত হলে আরও ০৯ (নয়)টি জেলা (সাতক্ষীরা, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, মানিকগঞ্জ ও মেহেরপুর) রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে । • বাংলাদেশ রেলওয়ের হালনাগাদকৃত মাস্টারপ্ল্যানের মেয়াদ ধরা হয়েছে ৩০ বছর (২০১৬-২০৪৫)। মাস্টারপ্ল্যান সফলভাবে বাস্তবায়নের পর লক্ষ্মীপুর, শেরপুর, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি-এ ৪টি জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আসবে ।	• দেশের সকল জেলাকে রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনা হলে দেশজুড়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । • দেশব্যাপী নিরাপদ, আরামদায়ক, সাশ্রয়ী, দক্ষ ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে ।
১৩	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সুবিধার্থে এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিদ্যমান ২টি অঞ্চলকে ৪টি অঞ্চলে অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে বিভক্ত করতে হবে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	বাংলাদেশ রেলওয়ের ২টি অঞ্চলের স্থলে ৪টি অঞ্চল এবং ৪টি অপারেটিং বিভাগের স্থলে ৮টি অপারেটিং বিভাগ সৃষ্টির সংশোধিত প্রস্তাবের বিষয়ে জন প্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে প্রয়োজনীয় জনবল কাঠামো অনুমোদিত হওয়ার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে ৪৭,৬৩৭টি পদ সম্বলিত সংশোধিত জনবল কাঠামোর অনুমোদিত হয়েছে। এখন নতুন অঞ্চল ও বিভাগ সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে ।	• ০৪টি জোন ও ০৮টি বিভাগে বিভক্ত করে নতুন ১৭৫৮৪টি পদ সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যা বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে । • যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের সুবিধা এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সুষ্ঠুভাবে ট্রেন পরিচালনা সম্ভব হবে । • সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে ।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
১৪	বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেলসেতু নির্মাণ করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• বঙ্গবন্ধু ব্রীজের সমান্তরাল একটি রেলসেতু নির্মাণের লক্ষ্যে "বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ (০১-০৭-২০১৬ হতে ৩১-১২-২০২৫ পর্যন্ত)" প্রকল্পের নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। প্রকল্পটি JICA এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৫%। • উল্লেখ্য, গত ২৯.১১.২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকল্পটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।	রেল সেতুটি নির্মিত হলে সেটি ব্যবহার করে আরও অধিক সংখ্যক যাত্রী ও পণ্যবাহী ট্রেন অধিক গতিতে চালানো সম্ভব হবে যাতে দেশের উওরাঞ্চলের রেলযোগাযোগ ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেতুর সমান্তরালে নির্মাণাধীন পৃথক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলসেতু।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সেতুর সমান্তরালে নির্মাণাধীন পৃথক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলসেতু।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
১৫	যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোকোমোটিভ, কোচ ও ওয়াগন সংগ্রহ করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	বাংলাদেশ রেলওয়েতে লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের তীব্র সংকট রয়েছে। অধিকাংশ লোকোমোটিভ ও যাত্রীবাহী কোচের স্বাভাবিক আয়ুষ্কাল অতিক্রান্ত হয়েছে যা সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন চলাচলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় রোলিং স্টক সংগ্রহ ও মেরামতকল্পে বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসকল প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে অদ্যাবধি: • মোট ১০৯টি (৫০টি এমজি ও ৫৯টি বিজি) লোকোমোটিভ ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৮৫টি লোকোমোটিভ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। • মোট ৬৫৮টি (৩০০টি বিজি ও ৩৫৮টি এমজি) যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৪০০টি যাত্রীবাহী ক্যারেজ সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। • মোট ৫১৬টি ওয়াগন এবং ৩০টি ব্রেক ভ্যান সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ১০০০টি ওয়াগন ও ১২৫টি লাগেজ ভ্যান সংগ্রহ প্রক্রিয়াধীন আছে। • এছাড়াও এ পর্যন্ত মোট ৫৩০টি (২১০ টি বিজি ও ৩২০ টি এমজি) কোচ পুনর্বাসন করা হয়েছে।	• নতুন কোচ, লোকোমোটিভ, ওয়াগন সংগ্রহ হলে নতুন রুটে ট্রেন পরিচালনা করা সম্ভব হবে। • নতুন কোচ সংগ্রহের ফলে নতুন ট্রেন চালুসহ বিদ্যমান সার্ভিস/রুট বর্ধিতকরণের মাধ্যমে আরামদায়ক ও সাশ্রয়ী রেলসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। • পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর এবং ৩০টি মিটারগেজ ও ১৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভের উদ্বোধন শেষে মোনাজাতে অংশ নেন (বুধবার, ২৭ এপ্রিল ২০২২)।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ভ্রাম্যমাণ রেল জাদুঘর এবং ৩০টি মিটারগেজ ও ১৬টি ব্রডগেজ লোকোমোটিভের উদ্বোধন করেন (বুধবার, ২৭ এপ্রিল ২০২২)।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ২৭ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি "মিতালী এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
১৬	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	নির্দেশনাটি বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে: ১৬.১ আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তর প্রকল্প (০১-০৭-২০১৪ থেকে ৩১-১২-২০২৪) এর আওতায়	• নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-চট্টগ্রাম রুটে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। • সুপরিসর ব্রডগেজ কোচের মাধ্যমে আরামদায়ক রেলসেবা নিশ্চিত করা যাবে। • দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। • ট্রেনের গতি বাড়িয়ে কম সময়ে ভ্রমণ করা যাবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		৭২ কি.মি. ট্র্যাক নির্মাণের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৪% ।	
		১৬.২ বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৯.৫০% ।	
		১৬.৩ এডিবি অর্থায়নে ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনের অবশিষ্ট অংশ ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য "ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রেল প্রকল্প প্রস্তুতিমূলক সুবিধার জন্য কারিগরি সহায়তা" শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরামর্শক ইতোমধ্যে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত মোট ৮টি কম্পোনেন্টের সবগুলোরই চূড়ান্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বিশদ নকশা দাখিল করেছে। বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান।	

আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল লাইনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরকরণ প্রকল্পের অধীন রেল সংযোগ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে আখাউড়া-লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন উদ্বোধন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
১৭	রেলওয়ের জমি হতে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। প্রয়োজনে উচ্ছেদের পর রেলওয়ের ভূমি ফেন্সিং বা কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• উচ্ছেদ একটি চলমান প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়ার আওতায় উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। • ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং বর্তমানে উচ্ছেদকৃত জমির বিষয়ে প্রতি মাসে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। • উচ্ছেদকৃত রেলওয়ে ভূমি যাতে আবার বেদখল না হয় সে লক্ষ্যে ফেন্সিং ও আনসার নিয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদকৃত জায়গা সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। • এছাড়াও মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৬০টি স্টেশনে মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এক্সেস কন্ট্রোল ফেন্সিং নির্মাণের কাজ করা হয়েছে।	• উচ্ছেদকৃত জমি হতে রাজস্ব আয়ের মাধ্যমে রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে। • রেলভূমি দখলমুক্ত থাকলে নতুন রেল নেটওয়ার্ক স্থাপনকালে ভূমি অধিগ্রহণ খাতে খরচ কম হবে। • উদ্ধারকৃত ভূমিতে রেলওয়ের ননকোর কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।
১৮	রেলওয়ের যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে রেলওয়ে পুলিশকে শক্তিশালী করতে হবে। বিমান বন্দরের ন্যায় আধুনিক প্রযুক্তিতে মালামাল ও যাত্রীদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• রেলওয়ে নিরাপত্তাবাহিনী (RNB) ও সরকারী রেলওয়ে পুলিশ (GRP) কে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে রেলওয়ে পুলিশের জন্য দুটি নতুন জেলা সৃষ্টি সহ একটি নতুন জনবল কাঠামো অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • উল্লেখ্য, ০২-০২-২০১৬ তারিখে ১০ম জাতীয় সংসদের ৯ম অধিবেশনে 'রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী আইন-২০১৬' পাশ করা হয়েছে। • যাত্রী নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে এ যাবৎ বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ৯৬টি স্টেশন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা ও অফিস ভবন সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।	• যাত্রী ও সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। • দেশব্যাপী নিরাপদ রেলসেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।
১৯	যাত্রীবাহী ট্রেনের সাথে লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করতে হবে যাতে লোকজন ট্রেনে চলাচলের সময় সহজেই প্রয়োজনীয় পণ্য-মালামাল পরিবহণ করতে পারেন। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• বাংলাদেশ রেলওয়ের ব্রডগেজ ও মিটারগেজ সেকশনে গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃনগর, মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত আছে। ভবিষ্যতে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে অধিক সংখ্যক লাগেজ ভ্যান সংযুক্ত করা হবে।	• পণ্য পরিবহন বৃদ্ধি পাবে। • রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
২০	দেশের দক্ষিণাঞ্চলে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের জন্য ফরিদপুর অঞ্চলে (বিশেষ করে ফরিদপুর বা রাজবাড়িতে) একটি আধুনিক রেলওয়ে ওয়ার্কশপ নির্মাণ করতে হবে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	রাজবাড়ীতে একটি নতুন ক্যারেজ মেরামত কারখানা নির্মাণের জন্য বিশদ নকশা ও দরপত্র দলিল তৈরীসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিড ডকুমেন্ট প্রস্তুত করণের জন্য গৃহীত সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SYSTRA SA, France in joint venture with Development Design Consultant Ltd মাঠ পর্যায়ে কাজ করছে ।	• যাত্রীবাহী কোচ ও পণ্যবাহী ওয়াগন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে । • ওয়ার্কশপটি নির্মিত হলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে ।

রাজবাড়ীতে একটি নতুন ক্যারেজ মেরামত কারখানা নির্মাণের জন্য বিশদ নকশা ও দরপত্র দলিল তৈরীসহ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিড ডকুমেন্ট প্রস্তুতকরণের লক্ষ্য গত ১৬.১১.২০২২ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং SYSTRA SA, France in joint venture with Development Design Consultant Ltd এর মাঝে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
২১	দেশের বন্ধ হওয়া সকল রেললাইন পর্যায়ক্রমে চালু করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	দেশের বন্ধ হওয়া রেললাইন চালুকরণে গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপঃ ২১.১ পুনর্বাসন শেষে বন্ধ হয়ে যাওয়া কালুখালী-ভাটিয়াপাড়া সেকশন (৭৫.৫০ কি.মি.) ০২-১১-২০১৩ তারিখে এবং সৈয়দপুর-চিলাহাটি সেকশন (৫২.২০ কি.মি.) ২৮-০১-২০১৫ তারিখে উদ্বোধন করা হয়।	যাত্রী ও পণ্য পরিবহনে সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
		২১.২ বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশের পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য জেডিসিএফ অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন-পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ০৮ এপ্রিল ২০১৭ বিরল-রাধিকাপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত রেল সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়।	• বর্ণিত সেকশনে রেলপথে কন্টেইনার পরিবহনের শেয়ার বৃদ্ধি পেয়েছে। • রেলওয়ের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে।
		২১.৩ "বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্প" (০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২২): ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ চলমান আছে।	• বর্ণিত সেকশনে রেলপথে কন্টেইনার পরিবহনের শেয়ার বৃদ্ধি পাবে। • ভারতের সাথে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য সহযোগিতা সম্প্রসারিত হবে।

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক যৌথভাবে কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন প্রকল্পের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		২১.৪ ফেনী-বিলোনিয়া সেকশনে Techno-Economical Survey করার জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন হতে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে Final Survey রিপোর্ট পাওয়া গেছে। অর্থায়ন পাওয়া গেলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।	• বর্ণিত সেকশনে পণ্য চলাচল বৃদ্ধি পাবে। • আন্তঃদেশীয় রেল নেটওয়ার্ক সম্প্রসারিত হবে। • রেলওয়ের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
২২	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম করিডোরে একটি হাইস্পিড ট্রেন (বুলেট ট্রেন) চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম ভায়া কুমিল্লা/লাকসাম দ্রুত গতির রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিশদ ডিজাইন প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১১.১১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, Financial Internal Rate of Return (FIRR) 5.96% এবং Economic Internal Rate of Return (EIRR) 15.09% নিরূপণ করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক অর্থায়নকারী সংস্থা যেমনঃ World Bank, ADB, JICA ইত্যাদি হতে নমনীয় ঋণ গ্রহণ অথবা উন্নয়ন সহযোগী কোন দেশের সাথে জিটুজি ভিত্তিতে নমনীয় ঋণের মাধ্যমে বৃহৎ পরিসরের এ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া যেতে পারে মর্মে পরামর্শক কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।	• বাংলাদেশ রেলওয়েতে “হাই স্পিড” ট্রেন প্রযুক্তি সংযুক্ত হবে। • ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে ট্রেন ভ্রমণের সময় অনেক কমে যাবে।
২৩	দেশের বিদ্যমান রেলওয়ে কারখানা গুলোকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে লোকোমোটিভ ও কোচ নির্মাণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রয়োজনে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিদেশ হতে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	বাংলাদেশ রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিদ্যমান কারখানাসমূহ আধুনিকায়ন এবং নতুন ওয়ার্কসপ নির্মাণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছেঃ	• বিদ্যমান কারখানা সমূহ আধুনিকায়ন এবং নতুন ওয়ার্কসপ নির্মিত হলে রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। • নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		২৩.১ মডার্নাইজেশন অব সৈয়দপুর রেলওয়ে ওয়ার্কসপ প্রকল্প: • প্রকল্পটি জেডিসিএফ (জিওবি) অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। • প্রকল্পের আওতায় বৃটিশ-ভারতীয় আমলে নির্মিত উক্ত ওয়ার্কসপের শপ ভবনসমূহের ব্যাপক সংস্কার এবং রেলওয়ে ট্র্যাকসমূহ পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ১৩ আইটেম ইলেকট্রিক্যাল প্যান্টস, মেশিনারি ও ইকুইপমেন্টস এবং ৪২ আইটেম মেকানিক্যাল প্লান্টস ও মেশিনারি সংগ্রহ এবং কমিশনিং করা হয়েছে।	বিদ্যমান কারখানা আধুনিকায়নের ফলে রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
		২৩.২ পাহাড়তলী ওয়ার্কসপ আধুনিকায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের আধুনিকায়ন কাজ করা হয়েছে।	কারখানা আধুনিকায়নের ফলে রেলওয়ের রোলিং স্টকসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
		২৩.৩ সমীক্ষাসহ সৈয়দপুর রেলওয়ে কারখানার মধ্যে নতুন একটি ক্যারেজ কারখানা নির্মাণের দ্বিতীয় ভারতীয় LOC এর আওতায় সৈয়দপুরে একটি যাত্রীবাহী কোচ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে প্রেরিত ডিপিআর Exim Bank, India কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। • প্রকল্পের PFS গত ১০.১০.২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	• নতুন ক্যারেজ কারখানা নির্মিত হলে দেশেই ক্যারেজ এবং ওয়াগন তৈরি সম্ভব হবে, ফলে বিপুল অর্থ ব্যয়ে ক্যারেজ এবং ওয়াগন আমদানি করার প্রয়োজন হবে না। সরকারি রাজস্ব ব্যয় কমানো সম্ভব হবে। • কর্মকর্তা কর্মচারীগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
২৪	দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মিয়ানমারের গুনদুম পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• এডিবি'র অর্থায়নে ০১-০৭-২০১০ থেকে ৩ ০.০৬.২০২৪ মেয়াদে "দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ" প্রকল্পের আওতায় দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার পর্যন্ত ১০০ কি.মি. রেল লাইন নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। • ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৬%।	• বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান পর্যটন আকর্ষণ কক্সবাজার জেলার সাথে সরাসরি রেলসংযোগ স্থাপিত হবে। • সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে।

দোহাজারী-কক্সবাজার প্রকল্পের আওতায় নির্মিত রেলপথ।

কক্সবাজার-দোহাজারী প্রকল্পের অধীন আওতায় নির্মাণাধীন রামু স্টেশন বিল্ডিং।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
২৫	প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত, নেপাল ও মিয়ানমার এর সাথে রেল যোগাযোগ চালুর জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে সুবিধাজনক ও কার্যকরী রেলওয়ে লিংক তৈরী করতে হবে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	২৫.১ বাংলাদেশে ট্রান্স এশিয়ান রেলপথের নিম্ন লিখিত ৩টি রুট অন্তর্ভুক্ত আছে: টার-রুট ১: গেদে (ভারত)-দর্শনা-ঈশ্বরদী- বঙ্গবন্ধু সতু-জয়দেবপুর-টঙ্গী-আখাউড়া-চট্টগ্রাম-দোহাজারী-গুনদুম-মায়ানমার বর্ডার । সাব-টঙ্গী-ঢাকা । সাবরুট আখাউড়া-কুলাউড়া-শাহবাজপুর । টার রুট ২: সিঙ্গাবাদ (ভারত)-রোহনপুর-রাজশাহী-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট-সাবরুট । টার-রুট ৩: রাধিকাপুর (ভারত)-বিরল-দিনাজপুর-পার্বতীপুর-আব্দুলপুর-ঈশ্বরদী এবং এরপর টার-রুট ১ এর অবশিষ্ট রুট-সাবরুট । বাংলাদেশ রেলওয়ে নতুন একটি টার রুট প্রস্তাব করে যেটি নিম্নরূপঃ টার রুট ৪: পেট্রাপোল (ভারত)-বেনাপোল- যশোর- নড়াইল- ভাঙ্গা-মাওয়া- নারায়ণগঞ্জ- ঢাকা- টঙ্গী এবং এরপর টার-রুট ১ এর এর অবশিষ্ট রুট-সাবরুট । ২৫.২ বাস্তবায়নাধীন দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন মিটারগেজ ট্র্যাক নির্মাণ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী দেশের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে ।	• নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে আন্তঃদেশীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সৃষ্ট হবে । • পণ্যবাহী ও যাত্রীবাহী ট্রেন পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রীসেবার পরিসর বৃদ্ধি পাবে । • সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং রেলওয়ে কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে । • প্রকল্পের অধীন অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে নতুন জনবল নিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে । • বহুজাতিক বাণিজ্য সুবিধা সম্প্রসারিত হবে ।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		২৫.৩ ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় চলমান "কুলাউড়া- শাহবাজপুর সেকশন পুনর্বাসন" প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতিবেশী দেশের সাথে রেল সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে।	
		২৫.৪ ভারতের আর্থিক সহযোগিতায় চলমান "আখাউড়া-আগরতলা ডুয়েলগেজ রেল সংযোগ নির্মাণ" প্রকল্পটি সমাপ্ত হলে ভারতের সাথে আরও একটি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে।	
২৬	ভারতের সাথে বন্ধ হওয়া সকল রেল সংযোগ পুনরায় চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	পূর্বে শাহবাজপুর- মহিশাসন, চিলাহাটি-হলদিবাড়ী রুটে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে রেল যোগাযোগ চালু থাকলেও বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। উক্ত রেলসংযোগ সমূহ পুনরায় চালুর নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ ২৬.১ ভারতের সাথে রেলসংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে চিলাহাটি এবং চিলাহাটি বর্ডারের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৮-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২৪) চলমান আছে। • ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৫.২২%। • বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ২৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি "মিতালী এক্সপ্রেস" ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন। ট্রেনটি	• ভারতের সাথে পণ্য ও যাত্রি চলাচল বৃদ্ধি পাবে। • বাংলাদেশ-ভারত বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক হবে। • আন্তঃদেশীয় রেলযোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যৌথভাবে ২৭ মার্চ, ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে ভার্চুয়ালি মিতালী এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ উদ্বোধন করেন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		চিলাহাটি-হলদী বাড়ী রুট হয়ে ঢাকার সেনানিবাস স্টেশন থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়ি পর্যন্ত চলাচল করছে।	
		২৬.২ বিরল-রাধিকাপুর সেকশনের পুনঃসংযোগের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অংশের পার্বতীপুর হতে বিরল পর্যন্ত মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে রূপান্তরের জন্য জেডিসিএফ অর্থায়নে "বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর-কাঞ্চন- পঞ্চগড় ও কাঞ্চন-বিরল মিটারগেজ সেকশনকে ডুয়েলগেজে এবং বিরল-বিরল বর্ডার সেকশনকে ব্রডগেজে রূপান্তর" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ০৮ এপ্রিল ২০১৭ বিরল-রাধিকাপুর সেকশনে ট্রেন চলাচল উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ-ভারত রেল সংযোগ পুনঃস্থাপিত হয়েছে।	
		২৬.৩ বাংলাদেশ রেলওয়ের কুলাউড়া-শাহবাজপুর সেকশনের পুনর্বাসন (০১.০৭.২০১১ হতে ৩১.১২.২০২২) প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইনের আওতায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		• ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ২৫.৭২% ।	
		২৬.৪ ফেনী-বিলোনিয়া সেকশনে Techno-Economical Survey করার জন্য ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশন হতে প্রাপ্ত পত্রের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে Final Survey রিপোর্ট পাওয়া গেছে। অর্থায়ন নিশ্চিত হলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	

ভাঙ্গা রেল জংশন (মডেল)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
২৭	ঢাকার শাহজাহানপুরস্থ রেলওয়ে হাসপাতালকে একটি আধুনিক জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজে রূপান্তর করতে হবে। এতে রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত হবে। তাছাড়া হাসপাতাল ও কলেজ হতে প্রাপ্ত আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণে ব্যয় হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• PPP আওতায় বাস্তবায়নের জন্য CCEA'র অনুমোদন পাওয়া যায়। • Transaction Advisor (TA) (Power water house Coopers Ltd) (PwC), India কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে দরপত্র আহ্বান করা হয়। • বর্তমানে দরপত্র মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান।	• আধুনিক জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের অধীন অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে নতুন জনবল নিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে। • রেলওয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ উন্নত চিকিৎসাসেবা পাবেন।
২৮	ঢাকার চতুর্পার্শ্বে সার্কুলার ট্রেন চালু করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি গত ২৭-১২-২০১৭ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয় যা ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। • প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে CCEA হতে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। • ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পটি কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোরিয়া ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাচার এন্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (KIND) জিটুজি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নে সম্মত হয়। • Transaction Advisor নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।	• ঢাকা মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে এবং যানজট হ্রাস পাবে। • বৃত্তাকার রেলপথ প্রকল্পের অনুমোদিত জনবলের বিপরীতে নতুন জনবল নিয়োগের মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও বেকারত্ব হ্রাসে ভূমিকা রাখবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
২৯	পায়রা ও মংলা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি রেললিংক স্থাপন করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	(ক) মংলা বন্দরের সাথে রেল সংযোগ স্থাপন করতে "খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ" প্রকল্পটি ভারতীয় ডলার ক্রেডিট লাইন (এলওসি) এর আওতায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় খুলনা হতে মংলা বন্দর পর্যন্ত ৬৪.৭৫ কিমি ব্রডগেজ রেললাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় রূপসা ব্রীজ এবং খুলনা থেকে মংলা পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৭.১০%। (খ) পায়রা বন্দরের সাথে রেল সংযোগের জন্য "ভাঙ্গা হতে বরিশাল হয়ে পায়রা বন্দর পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রস্তাব" জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং Detail Design দাখিল হয়েছে। অর্থায়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রকল্প বাস্তবায়নের পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	• নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে পায়রা ও মংলা বন্দরের সাথে সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপিত হবে। • সংশ্লিষ্ট এলাকায় রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কার্যাবলী বৃদ্ধি পাবে। • কম খরচে পণ্য পরিবহন করা সম্ভব হবে। • সড়ক পথের উপর চাপ হ্রাস পাবে।

প্রাথমিক উদ্যোগ গৃহীত (নির্দেশনা ৩০-৩১):

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
৩০	ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহযোগিতার বিষয়টি পৃথকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	• ২৬-০৬-২০১৪ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহ্বায়ক করে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো)/ বাংলাদেশ রেলওয়ে, যুগ্মসচিব (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), প্রধান প্রকৌশলী (বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়), অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী/ট্র্যাক/পূর্ব (বাংলাদেশ রেলওয়ে), পরিচালক(প্রশাসন ও অর্থ)/র‍্যাব সদর দপ্তর, ঢাকা এবং অতিরিক্ত জেলাপ্রশাসক (রাজস্ব)/ ঢাকার সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়। • উক্ত কমিটি কর্তৃক ৩০-১০-২০১৪ তারিখে ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত একটি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। • প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ লাইন নির্মাণের কাজ এবং জেট ফুয়েল সাইডিং নির্মাণের নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে।	• নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে ঢাকা এয়ারপোর্ট এলাকায় রেলওয়ে কেন্দ্রিক কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। • চাহিদা অনুযায়ী যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		• ভারতীয় LOC অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন বাংলাদেশ রেলওয়ের "ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় স্টেশন ভবন ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণের ক্ষেত্রে ন্যূনতম scope রয়েছে। তবে ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনে বর্তমান এবং ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে শীঘ্রই আধুনিক সুযোগ সুবিধাসম্পন্ন বড় স্টেশন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক গত ২৭.১১.২০২১ তারিখে ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনের ভবিষ্যৎ স্টেশন ভবন ও ইয়ার্ডপ্যান বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। • ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন ইন্টার সেকশন ঘিরে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে এক্সপ্রেসওয়ে, মেট্রো রেল, ৩য় টার্মিনালসহ সাতটি মেগা প্রকল্প। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, বেবিচক, ডিএমটিসিএল, সড়ক বিভাগসহ সরকারের কয়েকটি সংস্থা। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের পর বিভিন্ন Transport Mode এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক ঢাকা বিমান বন্দর রেলওয়ে স্টেশনকে ঘিরে একটি Multi-modal Transport Hub নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে।	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
৩১	রেলওয়ের আয়ের একটি অংশ রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য রেখে অবশিষ্ট অংশ সরকারের খাতে জমা দেয়ার বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে । তারিখঃ ২৩ অক্টোবর ২০১৪ স্থানঃ রেলপথ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বা অনুশাসন এর আলোকে গৃহীত পদক্ষেপ বা কর্মকান্ডের বিষয়ে গত ০৮-০৩-২০১৫ তারিখে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভায় বর্ণিত নির্দেশনার জন্য নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ “বর্তমানে Operating Ratio 1 এর উর্ধ্বে । Operating Ratio কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নিচে এলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে”	• নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে সরকারের আয় বৃদ্ধি পাবে । • রেলওয়ের আয় বৃদ্ধি পেলে রেলওয়ের সক্ষমতা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসর আরও বৃদ্ধি পাবে ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১৩ মার্চ ২০১৬ তারিখ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক স্ব-স্ববিভাগ/ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রদত্ত নির্দেশনা:

এক নজরে
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মোট নির্দেশনা ০৫টি
- নির্দেশনা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত** ০১টি
- নির্দেশনা আংশিক বাস্তবায়িত* ০৪টি

সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত নির্দেশনা:

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০১	ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে যে রেলপথ নির্মাণ করা হচ্ছে তার এলাইনমেন্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখাতে হবে। তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৬ স্থানঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক স্ব-স্ববিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে	• ২০১৪ সালের মে মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট সমগ্র এলাইনমেন্টের ম্যাপ উপস্থাপন করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান এলাইনমেন্টটি সানুগ্রহ অনুমোদন করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী নকশা চূড়ান্ত করা হয়। • ১৩-০৩-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে তারিখ ও সময় নির্ধারণ করা হয়। তদানুযায়ী ২৫-০৪-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট এলাইনমেন্টের ম্যাপ উপস্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫-০৪-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির এলাইনমেন্ট পর্যালোচনা করে পুনরায় অনুমোদন করেন।	• দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে রেল যোগাযোগে দূরত্ব ও সময় দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে। • প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর ও নড়াইল জেলা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত হবে।

গত ১৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শুভ উদ্বোধন।

আংশিক বাস্তবায়িত নির্দেশনা সমূহ (ক্রমিক ২-৫)

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
০২	দেশের সকল বন্ধ রেলস্টেশন আগামী ০১ (এক) বছরের মধ্যে চালু করতে হবে। তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৬ স্থানঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক স্ব-স্ববিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে	• ইতোমধ্যে ১৮০টি বন্ধ রেলস্টেশনের মধ্যে ৬২টি বন্ধ রেলস্টেশনের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। • লোকবল স্বল্পতার কারণে আরও ১১৮টি রেলস্টেশনের দৈনন্দিন কার্যক্রম সাময়িক বন্ধ আছে। • রেলস্টেশনের কার্যক্রম পরিচালনা সংশ্লিষ্ট পদে লোকবল যেমন- সহকারী স্টেশন মাস্টার, টিকেট কালেক্টর, গুডস ও পার্শ্বেল সহকারী, পোর্টার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ প্রদানপূর্বক অবশিষ্ট বন্ধ রেলস্টেশনসমূহ চালু করা হবে। • বর্তমানে মোট ৪৮৪ টি স্টেশনের মধ্যে ৩৬২টি স্টেশন চালু আছে।	• দেশের সকল বন্ধ রেলস্টেশন চালু হলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে রেলসেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। • যাত্রী ও পণ্য সেবার পরিসর বৃদ্ধি পাবে।
০৩	ঢাকা শহরের গুরুত্বপূর্ণ সকল রেলক্রসিং এ ওভারপাস নির্মাণ করতে হবে। তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৬ স্থানঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক স্ব-স্ববিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে	নির্দেশনা মোতাবেক বর্তমানে চলমান ও নতুন গৃহীত প্রকল্পসমূহের অন্তর্ভূক্ত গুরুত্বপূর্ণ রেলক্রসিং এ ওভারপাসের সংস্থান রাখা হয়েছে।	• গুরুত্বপূর্ণ সকল রেলক্রসিং এ ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মিত হলে রেলক্রসিং এ দুর্ঘটনা ঘটবে না। • রেলক্রসিং এ অপেক্ষার কারণে যাত্রাসময়ের যে অপচয় হতো তা হ্রাস পাবে।
০৪	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ ও রেলপথ মন্ত্রণালয় সম্মিলিতভাবে ঢাকা মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের একটি সমন্বিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করবেন। তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৬ স্থানঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক স্ব-স্ববিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে	উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছেঃ	• নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে ঢাকা মহানগরীর গণ-পরিবহন ব্যবস্থা উন্নত হবে। • যাত্রী ও পণ্য পরিবহনের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। • ঢাকা মহানগরীর যানজট হ্রাস পাবে। • দুর্ঘটনা হ্রাস পাবে। • সড়ক পথের উপর চাপ কমে যাবে। • ভ্রমণের সময় হ্রাস পাবে।

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		৪.১ ভারতীয় LOC এর আওতায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (০১.০৭.২০১২ হতে ৩০.০৬.২০২৭) টি চলমান ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৬৯.৫০% ।	
		৪.২ "ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে ১৬ জোড়া কমিউটার চালু করা হয়েছে ।	
		৪.৩ জাপান সরকারের Debt Relief Grant Assisstance-Counter Part Fund (DRGA-CF) অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেল লাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেল লাইন নির্মাণ ০১.০৭.২০১৪ হতে ৩০.০৬.২০২৬ প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ সিংগেল লাইনের সমান্তরালে ১৬.১০ কি.মি. ডুয়েলগেজ নতুন একটি রেল লাইন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮২.৭০% ।	
		৪.৪ (ক) নারায়ণগঞ্জ-জয়দেবপুর সেকশনে ওভারপাস/আন্ডারপাস নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প (০১.০৪.২০১৬ হতে ৩০.০৯.২০১৮) প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে । সমীক্ষা প্রতিবেদন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে ।	

ক্রমিক নং	গুরুত্বের ক্রমানুসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা (শিরোনাম/তারিখ/স্থান)	নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	আর্থ-সামাজিক প্রভাব
		(খ) ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালুকরণ-এর সমীক্ষা চলছে। সেটি শেষ হলে বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।	
		৪.৫ ঢাকা শহরের চতুর্দিকে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পটি ৩০ জুন, ২০২১ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। • প্রকল্পটি পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের নিমিত্তে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে CCEA হতে নীতিগত অনুমোদন প্রদান করা হয়। • ১৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পটি কোরিয়া সরকারের পক্ষে কোরিয়া ওভারসিজ ইনফ্রাস্ট্রাচার এন্ড আরবান ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (KIND) জিটুজি পদ্ধতিতে বাস্তবায়নে সম্মত হয়। • Transaction Advisor নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।	
০৫	পর্যায়ক্রমে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালুর অংশ হিসেবে গাজীপুর-নারায়ণগঞ্জ বৈদ্যুতিক ট্রেন প্রথম চালু করতে হবে। তারিখঃ ১৩ মার্চ ২০১৬ স্থানঃ সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং সেতু বিভাগের সচিব মহোদয়গণ কর্তৃক স্ব-স্ববিভাগ/মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম উপস্থাপনকালে	• "ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন (ওভারহেড ক্যাটেনারী ও সাব-স্টেশন) প্রবর্তনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা" প্রকল্পটি ০১.১১.২০২১ হতে ৩০.০৪.২০২৪ মেয়াদে চলমান আছে। • গত ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাঝে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। • মাঠপর্যায়ে সমীক্ষা কাজ চলমান রয়েছে।	• ঢাকা-চট্টগ্রাম সেকশনে বিদ্যমান জেলাসমূহে বৈদ্যুতিক ট্রেন চালু হলে ভ্রমণ সময় হ্রাস পাবে। • ঢাকা মহানগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হবে।

উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন

(ক) চাঁপাইনবাবগঞ্জ স্টেশনের আউটার সিগন্যালের সন্নিকটে পথচারী/রেললাইন পারাপাররত যানবাহন চালকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য মূলত এই ওয়ার্নিং বেল ও ফ্লাসিং লাইট পদ্ধতি পাইলটিংভিত্তিতে লেভেল ক্রসিং গেইট নং-ই/৯ তে স্থাপন করা হয়েছে। ফ্রিকুয়েন্সী (৪৬৬ হার্টস) নির্ভর তারবিহীন স্বল্পমূল্যের তৈরী এই যন্ত্রটি ম্যান্ড/আনম্যান্ড উভয় লেভেল ক্রসিং গেটেই সমানভাবে কার্যকর। লেভেল ক্রসিং গেটে স্থাপিত এই সিগন্যালিং পদ্ধতিটি স্টেশন মাস্টার দ্বারা পরিচালিত। এই যন্ত্রটি চারটি মূল যন্ত্রাংশ (১) গ্রহণ-প্রেরণ ইউনিট (দূরাবর্তী) (২) গ্রহণ-প্রেরণ ইউনিট (স্টেশনে প্রাপ্ত) (৩) ওয়ার্নিং বেল ও ফ্লাসিং ইউনিট (৪) সোলার পাওয়ার সিস্টেম ইউনিট সমন্বয়ে তৈরি। বহির্গামী ট্রেনের ক্ষেত্রে, কর্মরত স্টেশন মাস্টার স্টেশন প্রান্তে স্থাপিত "গ্রহণ- প্রেরণ যন্ত্রের" নির্ধারিত সুইচ "অন" করার মাধ্যমে দূরবর্তী "গ্রহণ- প্রেরণ" যন্ত্রে তারবিহীনভাবে সিগন্যাল প্রেরণ করেন। সিগন্যাল "গ্রহণ- প্রেরণ যন্ত্রের" কন্ট্রোল ডিভাইসে প্রসেস হওয়ার পর ওয়ার্নিং বেল ও ফ্লাসিং লাইটকে কার্যকর করে। ফলে ওয়ার্নিং বেল শুনে এবং ফ্লাসিং লাইট দেখে রাস্তা পারাপাররত পথচারী/যানবাহন সতর্কতা অবলম্বন করে। ওয়ার্নিং বেল ও ফ্লাসার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকার পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। স্টেশনগামী ট্রেনের ক্ষেত্রেও অনুরুপভাবে স্টেশন মাস্টার কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হয়। এ ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মূল সুবিধা হলো, কোন ধরনের ক্যাবল লেয়িং-এর প্রয়োজন হয় না এবং ৫ কি.মি.-এর মধ্যে অবস্থিত যে কোন লেভেল ক্রসিং গেটে এটি কার্যকরী করা সম্ভব। "গ্রহণ-প্রেরণ" যন্ত্রটি (দূরবর্তী) প্রায় ১৫ ফুট উঁচুতে স্টীল পোলে বৃষ্টিরোধী বক্সের মধ্যে স্থাপিত। তাছাড়া সোলার পাওয়ার সিস্টেম দ্বারা যন্ত্রটি পরিচালিত হওয়ায় এটি ২৪ ঘন্টায় কার্যকর থাকে। সুতরাং দূর্ঘটনাবিহীন নিরাপদ ও সুষ্ঠু ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে এই ওয়্যারলেস কমিউনিকেশন ও সুইচিং ডিভাইসটি খুবই কার্যকর।

(খ) ঈশ্বরদী স্টেশনে ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম স্থাপনঃ

বাংলাদেশ রেলওয়েতে ট্রেনের অবস্থান সুনির্দিষ্টভাবে জানার জন্য Train Tracking Monitoring System/ (TTMS) চালু (SMS Apps) রয়েছে। এই সিস্টেমের আওতায় প্রতিটি আন্তঃনগর ট্রেনের লোকোমোটিভ ও কোচে GPS ভিত্তিক Tracker স্থাপিত আছে যার মাধ্যমে ট্রেনের Real Time Position জানা যায়। TTMS এর ওপর ভিত্তি করে। প্রস্তাবিত ইনোভেশন ধারনাটি (রেলস্টেশনের যাত্রীদের জন্য ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেম স্থাপন) বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলের ঈশ্বরদী স্টেশনে গত ২৮/০৩/২৩ তারিখে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

TIMS এর প্লাটফর্ম/সার্ভার ব্যবহারপূর্বক ঈশ্বরদী স্টেশনের জিও লোকেশান ট্র্যাক করা হয়। ডেভেলপকৃত এপ্লিকেশন সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ঈশ্বরদী স্টেশনের জিও লোকেশান এর ওপর ভিত্তি করে ট্রেনের অবস্থান সংক্রান্ত রিয়েল টাইম ডাটা (সম্ভাব্য বিলম্বসহ) এবং লোকালি ইনপুটকৃত প্লাটফর্ম, লাইন নাম্বারসহ তথ্যাদি রেলস্টেশনের যাত্রীদের জন্য স্থাপিত ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেমে প্রদর্শন করা হয়। ট্রেন ইনফরমেশন ডিসপ্লে সিস্টেমের ২টি অংশ। যথাঃ (১) ডাটা জেনারেশন ও হার্ডওয়্যার ইন্সটলেশন ২) ডিসপ্লে ইউনিট ও ডাটা কানেক্টিভিটি। ITMS Hub (কমলাপুর) এর সার্ভারে ডিসপ্লে মনিটর (৪০" স্মার্ট টিভি, ডাটা নেটওয়ার্কিং, ডাটা কানেক্টিভিটি ও পাওয়ার কানেকশন, স্টেশন মাস্টারের স্থানীয়ভাবে ডাটা ইনপুট দেওয়ার জন্য ইউপিএসসহ ডেস্কটপ পিসি, এপ্লিকেশন সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট, ভিপিএন সার্ভারের সাথে কন্ট্রোল হাবের নেটয়ার্কিং ইত্যাদি প্রয়োজন হবে।

স্টেশনে অপেক্ষমান সম্মানিত যাত্রীগণ ট্রেনের অবস্থান (সময়, প্লাটফর্ম, লাইন নাম্বার) সম্পর্কে জানার জন্য পুরোপুরিভাবে স্টেশন মাস্টার বা স্টেশনের অপারেশন বিভাগের কর্মচারীদের উপর নির্ভরশীল ছিল। এতে অনেক ক্ষেত্রে স্টেশন মাস্টার বা স্টেশনের অপারেশন বিভাগের কর্মচারীদের অপারেশন সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় বা সকল সম্মানিত যাত্রীগণকে ট্রেনের অবস্থান সম্পর্কে জানানোর সুযোগ থাকে না। এছাড়া যাত্রীগণকে ট্রেনের অবস্থান সঠিকভাবে না জানার জন্য উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার মাঝে সময় পার করতে হয়। কিন্তু বর্তমানে উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মত ডিসপ্লে সিস্টেম (মনিটর) এর মাধ্যমে ট্রেনের অবস্থান (রিয়েল টাইম ডাটা) ও প্লাটফর্ম, লাইন নাম্বার সম্পর্কে সম্মানিত যাত্রীগণ সুনির্দিষ্ট তথ্য পাচ্ছেন এবং তদানুযায়ী চলাচল বা পরিকল্পনা করতে পারছেন।

ডিজিটাল কার্যক্রম

১। Optical Fiber ভিত্তিক সমন্বিত ডিজিটাল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা

বাংলাদেশ রেলওয়ে ১৯৮৪ সালে নরওয়ে সরকারের আর্থিক সহায়তায় এবং যুক্তরাজ্যের কারিগরী সহযোগিতায় অপটিক্যাল ফাইবার ভিত্তিক টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করে। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেলওয়ের ১৬০০ কি.মি. রেলট্র্যাক বরাবর ২ ও ৪ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়। প্রকল্পটি ১৯৯২ সালে সমাপ্ত হয়। উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে স্থাপিত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা রেলওয়ে নিজস্ব অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করেও অপটিক্যাল ফাইবারের অতিরিক্ত সুপ্তধারণ

ক্ষমতা ১৯৯৭ সালে গ্রামীণফোন লিমিটেডকে আন্তর্জাতিক উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে লীজ (Lease) দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০৮ হতে ২০১০ সালের মধ্যে উক্ত ২/৪ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার সেকশন ভেদে ৩২ কোর ও ৪৮ কোর বিশিষ্ট অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়। এছাড়াও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ধাপে ধাপে রেল ট্র্যাক বরাবর অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮৩ কি.মি. সেকেন্ডারী লাইনে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে রেলট্র্যাক বরাবর মোট ৩২০৫.৬৮ কি.মি. অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপিত আছে।

রেলওয়ের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অপটিক্যাল ফাইবার (Dark fiber) উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন টেলিকম অপারেটরগণের নিকট লীজ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) থেকে ২০১৪ সালে NTTN লাইসেন্স প্রাপ্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ রেলওয়ের অপটিক্যাল ফাইবার বাণিজ্যিক ভিত্তিতে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা আরো গতিশীল হয়। এর ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং একই সাথে জাতীয় পর্যায়ে টেলিযোগাযোগ খাতের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও স্বল্প মূল্যে সরকারের কাংখিত টেলিযোগাযোগ সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে অতিগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব হয়েছে।

২। কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থার প্রবর্তন

সুষ্ঠু ও নিরাপদ ট্রেন পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল সিগন্যালিং ব্যবস্থা ধাপে ধাপে প্রবর্তন করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট ১২৮টি স্টেশনে Computer Based Interlocking (CBI) System চালু করা হয়েছে, যার মধ্যে ২৩টি স্টেশন CTC (Centralized Train Control) System-এর আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আরও ৫৫টি স্টেশনে CBI ব্যবস্থা চালু করা হচ্ছে, যার মধ্যে ৩১টি স্টেশন CTC এর আওতায় আনা হবে। এতে ট্রেন চলাচলের নিরাপত্তা ও সময়ানুবর্তিতা অধিকতর নিশ্চিত হবে এবং সেকশনাল ক্যাপাসিটিও বৃদ্ধি পাবে।

৩। GPS/GPRS based Train Tracking & Monitoring System (TTMS) এর প্রবর্তন

বাংলাদেশ রেলওয়েতে ২০১৪ সালে GPS/GPRS based Train Tracking & Monitoring System চালু করা হয়। এই সার্ভিসের আওতায় সম্মানিত যাত্রীসাধারণ ১৬৩১৮ নম্বরে মোবাইল SMS প্রেরণ করলে ফিরতি SMS এর মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের যাত্রা অভিমুখ (Direction), ট্রেনটি ছাড়ার সময়, ট্রেনের অবস্থান, পরবর্তী Stoppage, Delay time সংক্রান্ত তথ্যাদি Real Time ভিত্তিতে জানতে পারা যায়।

এছাড়া ট্রেন কন্ট্রোলারগণ এই সিস্টেমের আওতায় ব্লক সেকশনে চলাচলরত ট্রেনের অবস্থান, ট্রেনের গতিবেগ, কোন স্টেশন থেকে কত কি.মি. দূরে ট্রেনটির অবস্থান ইত্যাদি তথ্য কন্ট্রোল অফিসে স্থাপিত Display Monitor এর মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করতে পারছেন। এতে সার্বিকভাবে বাংলাদেশ রেলওয়ের Train Operating Efficiency যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ রেলওয়েতে ট্রেনের প্রকৃত অবস্থান ও গতিবেগ জানা বিষয়ক GPS/GPRS based ভিত্তিক TTMS সেবাটি মোবাইল এসএমএস এর পাশাপাশি Android Operating System (AOS) I Phone Operating System (IOS) Version এ "BR Explore" Apps এর মাধ্যমে TTMS এর যাবতীয় তথ্য জানা যাচ্ছে।

৪। Train Information Display System (TIDS)

বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম ৬টি রেলওয়ে স্টেশন ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রাজশাহী। প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক যাত্রী এ স্টেশনগুলোর মাধ্যমে বিভিন্ন গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করে থাকেন। ট্রেন চলাচল সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য যেমন ট্রেন ছাড়া ও পৌঁছার সময়, গন্তব্য স্টেশন, পাটফরম নম্বর, ট্রেনের বিলম্ব ইত্যাদি তথ্য Display Monitor এর মাধ্যমে যাত্রীসাধারণের জন্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা এবং রাজশাহী স্টেশনে Computerized Train Information Display System (TIDS) স্থাপন ও চালু করা হয়। সিস্টেমটিকে যাত্রীসাধারণের নিকট আরো অধিক আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে LCD Monitor এর পরিবর্তে LED Monitor স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ঢাকা স্টেশনে প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এতে যাত্রীসাধারণ মনিটর স্ক্রীনে ট্রেনের তথ্য সমেত উপস্থাপকের ছবিও দেখতে পারেন।

৫। ই-নথি কার্যক্রম

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং এটুআই এর সহযোগিতায় উপজেলা হতে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি অফিসে ই-নথির মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে কিছু অফিসে ই-নথির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রম বাংলাদেশ রেলওয়ের সদর দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ের সকল অফিসে পর্যায়ক্রমে চালু করা হবে।

৬। রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা

রেলপথ মন্ত্রণালয় (www.mor.gov.bd) ও বাংলাদেশ রেলওয়ের (www.railway.gov.bd) ওয়েবসাইট দুটি বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টালের নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ডিজাইনকৃত। ওয়েবসাইটের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ:

- ওয়েবসাইটে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দ্রুততম সময়ের মধ্যে হালনাগাদ করা হয়।
- ট্রেন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী যেমন- ট্রেনের সময়সূচী (টাইম-টেবিল), ভাড়ার তালিকাসহ আন্ত:দেশীয় (মৈত্রী, বন্ধন ও মিতালী এক্সপ্রেস) ট্রেনের বিভিন্ন তথ্য সন্নিবেশ করা আছে এবং হালনাগাদ করা হয়।
- ওয়েবসাইটে বিভিন্ন কনটেন্ট যেমনঃ অফিস আদেশসমূহ, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, চলমান প্রকল্প, জনবল নিয়োগ, সিটিজেন চার্টার, যাত্রী হয়রানির প্রতিকার পাবার ব্যবস্থা, তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা, ফিডব্যাকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদানের ব্যবস্থা, রেলওয়ে মাস্টার প্যান, বাংলাদেশ রেলওয়ে সংক্রান্ত সার্বিক তথ্যসহ "ইনফরমেশন বুক" ইত্যাদি আপলোড করা আছে।
- পৃথক পৃথক সেবাবক্স তৈরির মাধ্যমে ওয়েবসাইট দুটি, সহজবোধ্য করা হয়েছে।

৭। অনলাইন টিকিটিং সিস্টেম (e-Ticketing system)

১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ রেলওয়েতে কম্পিউটারাইজড সিট রিজার্ভেশন এবং টিকিটিং সিস্টেম প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশ রেলওয়ের ৪৮৩টির মধ্যে ৮৫ টি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনে সেবাটি চালু রয়েছে। এ সেবাটির মাধ্যমে যাত্রী সাধারণ অতি দ্রুততম সময়ে তাদের কাঙ্খিত গন্তব্যের টিকিট অনলাইনে ক্রয় করতে পারছেন এবং প্রয়োজনে যাত্রা বাতিল সাপেক্ষে ক্রয়কৃত টিকিটের মূল্যও ফেরৎ নিচ্ছেন। অনলাইন সেবার কার্যক্রম ২৯/০৫/২০১২ তারিখ থেকে চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ১০০% টিকেট অনলাইনে বিক্রয় করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ০১ মার্চ, ২০২৩ তারিখ হতে এনআইডি ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে 'টিকিট যার ভ্রমণ তার' নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৮। Apps/অ্যাপসের মাধ্যমে টিকিট ক্রয়

যাত্রীসাধারণের সুবিধার জন্য Rail Sheba নামক মোবাইল অ্যাপস চালু করা হয়েছে। উক্ত অ্যাপসের মাধ্যমে টিকেট ক্রয়ের পাশাপাশি টিকেটের প্রাপ্যতা, অভিযোগ দাখিল ও ট্রেন সম্পর্কিত তথ্যাদি সহজে জানতে পারছেন। Google Play Store হতে Rail Sheba অ্যাপসটি ডাউনলোড করা যায়।

৯। Bangladesh Railway Automated Support System (BRASS)

বাংলাদেশ রেলওয়েতে এই সিস্টেমটি ২০১১ সাল থেকে চালু রয়েছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটিকে ২০২১ সালে হালনাগাদ করা হয়েছে। BRASS সিস্টেম এর মাধ্যমে স্টক অ্যাপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট, দ্রব্যাদি প্রাপ্তি এবং ইস্যু ম্যানেজমেন্ট, স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্রব্যাদির চাহিদা মূল্যায়ন, ইনভেনটরি/স্টক বিশ্লেষণ, স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ সম্ভব হচ্ছে।

১০। বাংলাদেশ Smart Railway গঠন

বাংলাদেশ রেলওয়ের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে Smart Railway গঠনকল্পে রেলপথ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ (ICT Division) যুগপৎভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে নিরাপদ, সাশ্রয়ী, আরামদায়ক ও পরিবেশবান্ধব রেলওয়ে পরিবহন ব্যবস্থা গঠনকল্পে ৩০ বৎসর মেয়াদী Railway Master Plan (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০৪৫) প্রণীত হয়েছে। উক্ত Master Plan অনুযায়ী ২৩০ টি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৫৩,৬৬২ কোটি টাকা ব্যায়ে একটি আধুনিক ও দক্ষ রেলপথ গঠনের মাধ্যমে Smart Railway বিনির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।